23

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৯

৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা চালু

আরো ৫০ হাজার যুবক-যুবতীর চাকরির সুযোগ। সোয়া ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ

বগুড়া, ২৬শে মে (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাক্রম ''ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' দেশের ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা হচ্ছে। ব্যতিক্রমধর্মী এই পাঠ্যক্রম ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হলে দেশে নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে ৫ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতীর, সেই সাথে বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ পাবে প্রতিবছর আরো ৫০ হাজার ছাত্র–ছাত্রী। এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই সোয়া ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞরা গত বছর এই পাঠ্যক্রমের যুগোপযোগিতা এবং অন্যান্য খুটিনাটি বিষয় পরীক্ষা করার পর দেশের ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ বছর মেয়াদী এই শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। ৪হাজার ৬শ' মার্কের এইচ,এস,সি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্সটি শেষ করার পর যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চতর ডিগ্রি নেবার জন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে। সেই সাথে বাড়তি সুযোগ থাকবে কর্মমুখী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ও কর্মসংস্থানের। প্রতিটি ছাত্র–ছাত্রীকে প্রতিবছর ২ হাজার ৩শ' মার্কের পরীক্ষা দেবার জন্য ক্লাস করতে হবে ৩৬ সপ্তাহ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য প্রতিবছর প্রশিক্ষণ নিতে হবে আরো ৮ সপ্তাহ।

বর্তমান বিশ্বের আর্থ–সামাজিক অবস্থায় এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই পাঠ্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বেকারত্ব ঘুচবে প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০ হাজার যুবক ও যুবতীর। সেইসাথে দেশে গড়ে উঠবে দক্ষ দাপ্তরিক কর্মী। শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক বর্তমান শিক্ষার সাথে কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার ঘটাতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন পাঠ্যক্রম ''ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা'' এর ক্ষেত্রেও সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরকারিভাবে ৩টি কম্পিউটার, ১ টি প্রিন্টার, ৫টি বাংলা ও ৫টি ইংরেজি টাইপ রাইটার দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ''ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা'' চালু করা হয়েছে এমন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই সরকারিভাবে উল্লেখিত মূল্যবান সামগ্রীর সাথে দেয়া হবে প্রশিক্ষণের যাবতীয় সামগ্রী, আসবাবপত্র খুচরা যন্ত্রাংশ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ। এছাড়া ৫জন শিক্ষক ও ৫জন কর্মচারীর বেতন ভাতাও দেয়া হয়ে সরকারি তহবিল থেকে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নেবার দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও অর্থ যোগান দিবে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ১৮ই মে এডিপি–এর বৈঠকে দু'বছর মেয়াদী এই প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যার প্রকল্প বরাদ্দ হয়েছে ৩১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।